W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

116/WBHRC/S Mc/17.

24-03-2017

Enclosed is the news item clipping of the Pratidin, a Bengali daily dated 24th March, 2017, the news is captioned "ছেলেকে দেখতে গিয়ে আক্রান্ত মহিলা, গোয়ালঘরে শিকল-বন্দি মা"

Secretary, Purulia District Welfare Department is directed to submit a detailed report within 26th April, 2017 in this regard along with steps taken by it.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl : News Item dt.24-03-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC. & inform concerned newspaper.

দাঁড়িয়ে তনভির খান ও মহম্মদ তসলিম অকপটে বলেছে, "আমরা তনভির ও তসলিম। তৃতীয়জন বিহারের নালন্দার বাসিন্দা চন্দন রজক। তাদের কাছে পাওয়া যায় করা হয়। তনভির-তসলিমের ঘটনা অবশ্যই উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে কলকাতা পুলিশ বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছে।

বন্দি তিলকাদেবী। —অমিত সিং দেও

ছেলেকে দেখতে গিয়ে আক্রান্ত মহিলা

গোয়ালঘরে শিকল-বন্দি মা

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : অমানবিক! দু'মাস ধরে শিকলবন্দি পুলিশ ছেলের মা। গোয়ালঘরে শিকলবন্দি হয়ে দিন কাটাচ্ছেন পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের সুপুড়ি গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ্ব তিলকা সিং সর্দার। তবে তিনি যে মানসিক ভারসাম্যহীন তা বলা যাবে না। মাঝে মধ্যে অসংলগ্ন কথা বলেন এই যা। আর তাতেই এই মহিলার পায়ে বেড়ি পরিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, মধ্যবয়সি এই মহিলাকে সেভাবে দেখভালও করা হয় না বলে অভিযোগ। ফলে দু'পায়ে বাঁধা শিকলে কার্যত বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন এই মহিলার। ডান-বাঁ দু'টো পা আলাদা আলাদা শিকলে বাঁধা। ফলে শরীরে ক্ষত হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থাতেই গোয়ালঘর থেকে বের হন তিলকাদেবী। এই এলাকার প্রায় সকলেই দেখেন তাঁর শিকলবন্দি জীবন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁকে শিকলমুক্ত করতে এগিয়ে আসেননি কেউ। পুরুলিয়া জেলা সমাজকল্যাণ দফতর বলছে, বৃহস্পতিবার সন্ধে পর্যন্ত নাকি এই মর্মে কোনও অভিযোগ হয়নি। অভিযোগ না থাকলে তাঁদের কী বা করার আছে? তবে গোটা ঘটনা শুনে হতবাক পুরুলিয়ার জেলাশাসক অলোকেশপ্রসাদ রায়। তাঁর কথায়, "অমানবিক! আমি এখনই খোঁজ নিচ্ছি।"

এই মহিলার ছোট ছেলে গৌতম সিং সর্দার জুনিয়র ফুটবল। তিনি ঝাড়গ্রামে কর্মরত। বড় ছেলে উত্তম সিং সর্দার বাড়ির অমতে বিয়ে করায় গ্রামের অদূরেই একটি জায়গায় কোনওভাবে দিন কাটান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত নভেম্বরে বড় ছেলের বিয়ে হয়। পরিবারের অমতে বিয়ে করায় এই বাড়িতে তার জায়গা হয়নি। মাস দু'য়েক আগে তিলকাদেবী তাঁর বড় ছেলেকে দেখতে গেলে তাঁর স্বামী ললিত সিং সর্দার মারধর করেন বলে অভিযোগ। তারপরেই অসুস্থ হয়ে যান এই মহিলা। অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন। আর তাতে অতিষ্ঠ হয়ে শিকলে বেঁধে দেন ওই মহিলাকে।